গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এম পি মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	১১/০১/২০১৭
সময়	ঃ	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক"তে সন্নিবেশিত হলো।

০২। মাননীয় মন্ত্রী সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা শুরু করার অনুরোধ জানান। সচিব মহোদয় বলেন যে, অদ্যকার সভায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। অত:পর তিনি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধানকে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়সমূহ বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। যুগ্ম-প্রধান, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৭৩৭.২৬ কোটি টাকার বিপরীতে নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৩.১২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১১.১২%। উক্ত অগ্রগতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় গড় ১৯.১৩% এর তুলনায় অনেক কম। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত এডিপির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মোট ২০টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫০৫.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে জিওবি ৯২৮.৫৩ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৭৭.০০ কোটি টাকা। নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৮০.০৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১১.৯৬%। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৭১.৭৩ কোটি টাকার বিপরীতে নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩.০৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ০৫.৬২%।

২.২। যুগ্ম-প্রধান, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর সংস্থাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং প্রকল্পভিত্তিক বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সংস্থাভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির নিম্নরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	
				মোট	(%)
বিআইডব্লিউটিএ	১০	৫৫১৬৩.০০	২২৭৫৫.৫০	৭৩৩৬.৫৮	১৩.২৯
বিআইডব্লিউটিসি	৬	৮০৭২.০০	৯৯৬.০০	৩৭২.১৪	৪.৬১
মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	২	৩৫০০.০০	১০০০.০০	৯০৫.০০	২৫.৮৬
স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	৩	৫২০০.০০	৯২৫.০০	১২৫২.৫৩	২৪.০৯

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	
				মোট	(%)
নৌপম	২	৮৩০৮.০০	৩৭৫৭.০০	৫৮১৮.৮৫	৭০.০৪
নৌ পরিবহন অধিদপ্তর	১	৫৪৭৬.০০	১০১.৯০	৭২.৭৭	১.৩৩
চবক	৪	২৯০০.০০	০.০০	৪০৮.০২	১৪.১৭
বিএসসি	২	৫০১০৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১	২০০০০.০০	৫০০০.০০	৩১৪৭.০০	১৫.৭৩
উপমোট:এডিপি বাস্তবায়ন	৩১	১৭৩৭২৬.০০	৩৪৫৩৫.৪০	১৯৩১২.৮৯	১১.১২

৩.০। অত:পর সভায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/সমস্যা এবং গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে নিম্নরূপ আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**প্রকল্পের তৃতীয় কিস্তির অর্থছাড়ঃ** প্রকল্পের অর্থছাড়ের বিষয়ে পরিকল্পনা উইং হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব এখনো মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। সভায় সকল প্রকল্পের তৃতীয় কিস্তি অর্থছাড়ের প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রস্তাব করা হয়।	সকল প্রকল্পের তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থছাড়ের প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি/ ২০১৭ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.২	**চবকের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্পঃ** সভায় চবকের চেয়ারম্যান জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চবকের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্প দু'টির ডিপিপি জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	চবকের প্রস্তাবিত ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের ডিপিপি ৭ দিন এবং পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্পের ডিপিপি ২ সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধান
৩.৩	**প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রত্যেক প্রকল্পের সাইট অফিসে ভিজিটর রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা এবং প্রকল্প পরিচালকগণ এবং অন্যান্য ভিজিটর কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রধান প্রধান ফাইন্ডিংসগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, প্রকল্প পরিচালকগণকে মাসে ন্যূনতম একবার প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে জানুয়ারি ২০১৭ এর প্রকল্প পরিদর্শন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রত্যেক প্রকল্পের সাইট অফিসে ভিজিটর রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রধান প্রধান ফাইন্ডিংসগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণকে মাসে ন্যূনতম একবার প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। একইসাঁথে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের মাঝে বন্টনকৃত প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং সকল প্রকল্প পরিচালক

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করতে হবে।	
৩.৪	**শ্মশান ঘাট এলাকার শ্মশান আধুনিকায়নঃ** একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকায় প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের জন্য প্রস্তাবিত শ্মশান ঘাট এলাকার শ্মশানটিকে আধুনিকায়ন (ইলেকট্রিক শবদাহ ব্যবস্থাসহ) করার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় বিআইডব্লিউটিএ হতে অবহিত করা হয় যে, শ্মশানটি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থা নিতে পারে।	শ্মশান ঘাট এলাকার শ্মশানটিকে আধুনিকায়নের (ইলেকট্রিক শবদাহ ব্যবস্থাসহ) জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং
৩.৫	**প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** সভায় জানানো হয় যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছর মেয়াদ উর্ত্তীণ প্রকল্পসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বইতে অন্তর্ভুক্ত হবেনা। সেজন্য যেসব প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত কিন্তু প্রকল্পটি উক্ত সময়ে শেষ হবেনা সে সকল প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে বৃদ্ধি/সংশোধনসহ মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	যেসব প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত কিন্তু প্রকল্পটি উক্ত সময়ে শেষ হবেনা সে সকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধনসহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী ২৫/০১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৬	**আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপনঃ** প্রকল্পটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলে ভারতীয় এলওসি এর আওতায় অর্থায়নের জন্য অপেক্ষা না করে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এ বিষয়ে সুনিদিষ্ট প্রস্তাব বিআইডব্লিউটিএকে প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বিআইডব্লিউটিএ উক্ত প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সুনিদিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	সংস্থা প্রধান
৩.৭	শিপ বিল্ডিং প্রতিষ্ঠানের কাজে অনুপ্রেরণা যোগান, তাদের সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং নিদিষ্ট সময়ে কার্য সরবরাহের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী শিপ বিল্ডিং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকদেরকে নিয়ে সভা আহবানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	শিপ বিল্ডিং প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা আহবান করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং
৩.৮	**বিআইডব্লিউটিসি'র ৫নং দিলকুশাস্থ জমিতে বহুতল বিশিষ্ট অফিস কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণঃ** বিআইডব্লিউটিসি'র ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ সর্ম্পকে বিআইডব্লিউটিসি সভাকে অবহিত করে যে, ভবন নির্মাণের জন্য ১২টি প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্ব	প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি বাংলায় প্রণয়নপূর্বক আগামী ১৯/০১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	হয়েছে। সভায় বাংলায় প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ১৯/০১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।		
৩.৯	**বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ প্রকল্পঃ** সভায় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ অবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করা হয় এবং প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে আগামী ৩১/০১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে আগামী ৩১/০১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধান
৩.১০	**৩৫টি বাণিজ্যিক জলযান সংগ্রহ ও ২টি নতুন ডক নির্মাণঃ** সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি উপর গত ২৮/০৩/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সংস্থা হতে এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। সভায় তারিখসহ কখন কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৩৫টি বাণিজ্যিক জলযান সংগ্রহ ও ২টি নতুন ডক নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণে কখন কি কি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিসি

৪.০। মাননীয় মন্ত্রী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা, কর্মপরিকল্পনা এবং প্রকল্পের প্রতিটি কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুন প্রকল্পগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং চলতি বছরকে উন্নয়নের বছর হিসেবে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৫.০। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৯/১/১৭

(শাজাহান খান, এম পি)
মন্ত্রী